কালের কণ্ঠ

তারিখ 27 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৬৭ কলাম ২

আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

কীর্তিমানদের বিদ্যাপীঠ

নিয়ামুল কবীর সজল ▶

শতবর্ষের ঐতিহ্যে লালিত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে ময়মনসিংহ অঞ্চলের স্বনামখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। উপমহাদেশের ইতিহাসে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আধুনিক ও উচ্চশিক্ষার বিকাশে নতুন ধারার সূচনা করেছিল, আনন্দমোহন কলেজ তার অন্যতম। ১৯০৮ সালে পথচলা শুরু করে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

আনন্দমোহন কলেজের জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'ময়মনসিংহ ইনস্টিটিউটশন'। জানা যায়, ১৮৮৩ সালের ১ জানুয়ারি আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে 'ময়মনসিংহ ইনস্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯০-এ নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'সিটি কলেজিয়েট স্কুল'। মি. বসু এতে অর্থ সাহায্য করতেন। আনন্দমোহন বসু ১৮৮২ সালে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত প্রথম শিক্ষা কমিশনের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। সমাজসংস্কারক, উপমহাদেশের প্রথম র‍্যাংলার ছিলেন তিনি।

স্থানীয়ভাবে দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা সিটি কলেজ কাউন্সিলের সভাপতি আনন্দমোহন বসু ১৯০১ সালের ১৮ জুলাই 'সিটি কলেজিয়েট স্কুল'কে 'ময়মনসিংহ সিটি কলেজ' নামে দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজে রূপান্তর করে কলকাতার সিটি কলেজের সঙ্গে যুক্ত করেন। কলকাতা সিটি কলেজ কাউন্সিলের আর্থিক সহযোগিতায় ময়মনসিংহ সিটি কলেজ পরিচালিত হতো।

১৯০৬ সালে আনন্দমোহন বসুর মৃত্যুর পর ময়মনসিংহ সিটি কলেজ নানাবিধ সংকটের মুখোমুখি হয়। ১৯০৮ সালে কলকাতায় সিটি কলেজ কাউন্সিল কলেজটি তুলে দেয়। কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে প্রিন্সিপাল বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী কলেজটি পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেন। তিনি তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জে আর ব্ল্যাকউডের শরণাপন্ন হন। ব্ল্যাকউড এবং উকিল রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ রায়ের উদ্যোগে কলেজটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে ময়মনসিংহ কলেজ নামে চালু হয়। সেই সঙ্গে চলতে থাকে কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও নতুন জায়গা সংগ্রহের চেষ্টা। কলেজের জন্য জায়গা দিতে রাজি হন ময়মনসিংহ শহরের কৃতীসন্তান মৌলভী হামিদ উদ্দিন আহম্মদ। 'ময়মনসিংহ কলেজ'টি আনন্দমোহন কলেজে পরিণত হওয়ার ইতিহাসে মৌলভী হামিদ উদ্দিনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তিনি ছিলেন সেই সময়ে জেলার প্রথম মুসলিম গ্র্যাজুয়েট আইনজীবী ও বিদ্যানুরাগী। মৌলভী হামিদ উদ্দিন ও আনন্দমোহন বসু কলকাতা কলেজে অধ্যয়নকালে পরস্পর সহপাঠী এবং বন্ধু ছিলেন। ১৯০৮ সালের শেষের দিকে হামিদ উদ্দিন সাহেবের সহযোগিতায় কাচিঝুলিতে (বর্তমানে কলেজ রোড) কলেজটি স্থানান্তরিত হয়। কলেজের নাম হয় আনন্দমোহন কলেজ।

শুরুর সময়ে কলেজের শিক্ষার্থীসংখ্যা ছিল ১৭৮ জন এবং শিক্ষক ছিলেন ৯ জন। কয়েক বছরের মধ্যেই প্রথম শ্রেণির কলেজে উন্নীত হয় প্রতিষ্ঠানটি। ১৯১৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আনন্দমোহন কলেজকে প্রথম গ্রেডের কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আনন্দমোহন কলেজের খ্যাতি ও শিক্ষার্থীসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে কলেজটিকে সরকারীকরণ করা হয়। স্বাধীনতার পর কলেজের অবকাঠামো এবং পাঠদান কার্যক্রমে নতুন গতি আসে। কলেজের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন বিষয় চালু করার ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি হয় ১৯৯০-পরবর্তী সময়ে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ২০টি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু আছে। আছে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিও। সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান। শিক্ষার্থীদের বড় অংশই বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের।

ক্যাম্পাসে ঢুকতেই প্রথম ভবনের বাঁ দিকে অধ্যক্ষ ও ডান দিকে উপাধ্যক্ষের কক্ষ। এ ভবনেই প্রশাসনিক কক্ষগুলো। দ্বিতল এ ভবনের পূর্ব পাশে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ এবং পশ্চিম পাশের নিচতলায় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ। আরেকটু সামনে এগোলেই প্রাণীবিদ্যা এবং রসায়ন বিভাগ। দ্বিতীয় তলায় বাংলা, ব্যবস্থাপনা, আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ, ইতিহাস ও অর্থনীতি বিভাগ। প্রশাসনিক ভবন পার হলে সামনে পড়বে কলেজ অডিটরিয়াম। ডান পাশে রোভার স্কাউটের সৌজন্যে নির্মিত ফোয়ারা। পাশ কাটিয়ে গেলে সামনে পড়বে পাঠাগার। বিপরীত পাশের চারতলা ভবনটিতে বাকি বিভাগগুলো।

দেশ-বিদেশের বহু গুণী ব্যক্তিত্ব আনন্দমোহন কলেজে পড়েছেন আবার অনেকে শিক্ষকতাও করেছেন। ১৯১১ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত গণিত বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন রাধা বিনোদ পাল, যিনি পরবর্তীকালে একাধারে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের অন্যতম বিচারক নিযুক্ত হয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯৪৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন এ প্রতিষ্ঠান থেকে। পরবর্তী সময়ে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপকও ছিলেন তিনি। ইতিহাসবিদ ড. সিরাজুল ইসলাম ও প্রখ্যাত লেখক ও সাহিত্যিক ড. শফিউদ্দিনের মতো বরেণ্য ব্যক্তিরা এ কলেজে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ জনের মতো গুণী ব্যক্তি অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। যিনি ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিষ্ঠার শুরুতে অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন শ্রী বৈকুণ্ঠ কিশোর চক্রবর্তী। এখানে পড়াশোনা করা অনেক ছাত্রছাত্রী দেশ-বিদেশের নানা ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং প্রতিভা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এসব প্রাক্তন ছাত্রের মধ্যে রয়েছেন ইতিহাসবিদ ড. নীহাররঞ্জন রায়, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, জাদুকর পি সি সরকার, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নুরুন্নবী, সাংবাদিক ও লেখক রাহাত খান, সাহিত্যিক ও গবেষক যতীন সরকার, কবি নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ। বর্তমানে অধ্যক্ষের দায়িত্বে আছেন এ কলেজেরই প্রাক্তন শিক্ষার্থী প্রফেসর মো. জাকির হোসেন। উপাধ্যক্ষ পদে আছেন ড. গাজী হাসান কামাল।

আনন্দমোহনে পড়াশোনা করতে এসে গৌরববোধ করেন সব শিক্ষার্থীই। ব্যবস্থাপনা বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী আনোয়ার পারভেজ বলেন, 'সেই ছোট বয়সে এ কলেজের নাম শুনেছি। এখন এখানে পড়ি। জীবনের স্বর্ণালি সময়টাই এ প্রতিষ্ঠানে কাটছে।' একই বিভাগের আবু বকর সিদ্দিক মুকিত এবং মিথুন রানী সরকার বলেন, 'আমরা গর্বিত, ঐতিহ্যবাহী একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী হিসেবে।' প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ঐশী রানী বলেন, 'এ কলেজের স্যার, শিক্ষার্থী, পরিবেশ—সব মিলিয়েই এক আনন্দময় ও স্বস্তিদায়ক পরিবেশ।'

খেলাধুলায় প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম মোটামুটি ভালো। হকি ও টেনিসে শক্তিশালী দল আছে। আন্তবিভাগের খেলাধুলাও নিয়মিত হয়। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও এখানকার আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। বিএনসিসির কার্যক্রম খুবই প্রশংসনীয়। এ প্রতিষ্ঠানের বিএনসিসির সুনাম দেশজুড়ে।

ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানের সফলতার পাশাপাশি রয়েছে বেশ কিছু সমস্যা। এর মধ্যে অন্যতম শ্রেণিকক্ষ সংকট। শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে দুই শিফটে পাঠদান চলে। শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধা অপ্রতুল। উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও আবাসন সুবিধা মোটেও বাড়েনি। ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে ডাবলিং করে হাজারখানেক শিক্ষার্থী অবস্থান করতে পারে। বর্তমানে বেশ কয়েকটি ছাত্রাবাস পুরনো ও জীর্ণ হয়ে বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় এবং নতুন বই কম। মিলনায়তনটিও পুরনো হওয়ায় তা ব্যবহারের খুব একটা যোগ্য নয়। কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে মাত্র একটি বাস।